بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

হিযবুত তাহ্‌রীর-এর
মিডিয়া কার্যালয়,
উলাই'য়াহ্ বাংলাদেশ

﴿وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ﴾

حزب التحرير
HIZB UT TAHRIR

নং: ১৪৪১-০৭/০১ | শুক্রবার, ০৪ রজব, ১৪৪১ হিজরী | ২৮/০২/২০২০ ইং

প্রেস বিজ্ঞপ্তি

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

হিযবুত তাহ্‌রীর, উলাই'য়াহ্ বাংলাদেশ কতৃক আয়োজিত "খিলাফত রাষ্ট্রের সংবিধান (খসড়া)" শীর্ষক অনলাইন সম্মেলনটির সফলভাবে সম্পন্ন

হিযবুত তাহ্‌রীর / উলাই'য়াহ্ বাংলাদেশ, আজ শুক্রবার, ২৮ ফেব্রুয়ারী ২০২০, "খিলাফত রাষ্ট্রের সংবিধান (খসড়া)" শীর্ষক অনলাইন সম্মেলনটির আয়োজন সফলভাবে সম্পন্ন করে। সম্মেলনটির উদ্দেশ্য হচ্ছে মুসলিম উম্মাহ্ বিশেষ করে এদেশের জনগণের সামনে উপস্থাপন করা যে, **হিযবুত তাহ্‌রীর** কুর'আন-সুন্নাহ্'র ভিত্তিতে **১৯১** টি অনুচ্ছেদ সম্বলিত খিলাফত রাষ্ট্রের খসড়া সংবিধান প্রণয়ন করেছে যা দ্বারা আসন্ন খিলাফত রাষ্ট্র পরিচালনায় **হিযবুত তাহ্‌রীর** প্রস্তুত। সম্মেলনটিতে আলোচিত হয় কিভাবে আসন্ন খিলাফত রাষ্ট্র এই সংবিধানের প্রাসঙ্গিক অনুচ্ছেদসমূহ বাস্তবায়নের মাধ্যমে দেশের বর্তমান মৌলিক সঙ্কটসমূহের সমাধান, যেমন: জনগণের ন্যায্য অধিকার (অন্ন-বস্ত্র-বাসস্থান, নিরাপত্তা-স্বাস্থ্য-শিক্ষা), উন্নত জীবনমান এবং সর্বোত্তম অবকাঠামো নিশ্চিত করবে।

বর্তমান ধর্মনিরপেক্ষ শাসকগোষ্ঠী দশকের পর দশক ধরে জনগণের জন্য উন্নত জীবনমানতো দুরের কথা, জনগণের ন্যায্য অধিকারসমূহ পূরণে ব্যর্থ হয়েছে। জনগণ নিজেদের মৌলিক অধিকারসমুহের দাবীতে প্রতিনিয়ত আন্দোলন করছে এবং শাসকগোষ্ঠীও জনগণের উপর দমন-নিপীড়ন চালাচ্ছে, দমন-নিপীড়নের নিত্য-নতুন হাতিয়ার অবলম্বন করছে। দেশে উন্নয়নের নামে সরকার ব্যাপক ঋণ ও দুর্নীতি নির্ভর যেসব মেগা প্রকল্পসমূহ বাস্তবায়ন করছে, তা থেকে জনগণতো উপকৃত হচ্ছেই না, বরং তাদেরকে ঋণ ও করের বোঝা বহন করতে হচ্ছে। জনগণের উপর লাগামহীন কর ও ভ্যাট চাপানো হচ্ছে, ক্রমাগত হারে গ্যাস, পানি ও বিদ্যুৎ বিল বাড়ানো হচ্ছে। এসবই হচ্ছে বর্তমান ধর্ম নিরেপেক্ষ পুঁজিবাদী ব্যবস্থার ফসল, যেখানে শাসকগোষ্ঠী আইন তৈরি করার সার্বভৌম ক্ষমতার মালিক, তারা নিজেদের স্বার্থে খেয়ালখুশি মত আইন প্রণয়ন করার ক্ষমতা রাখে, অথচ আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন: **"আইন প্রণয়নের ক্ষমতা একমাত্র আল্লাহ্'র"** [সূরা ইউসুফ: ৪০]। প্রকৃতপক্ষে, বর্তমান শাসকগোষ্ঠী এই সার্বভৌম ক্ষমতা ব্যবহার করে নিজেদের, পুঁজিপতি ক্ষুদ্রগোষ্ঠী এবং তাদের প্রভু কাফির সাম্রাজ্যবাদীদের স্বার্থ রক্ষা করছে এবং বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর উপর যুলুম করছে, আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন: **"যারা আল্লাহ্ প্রদত্ত বিধান দ্বারা শাসনকার্য পরিচালনা করে না তারাই যালিম"** [সূরা মায়িদাহ্: ৪৫]। তাই এই ধরমনিরেপেক্ষ পুঁজিবাদী শাসনব্যবস্থা ও বর্তমান শাসকগোষ্ঠীকে অপসারণ করে খিলাফত রাষ্ট্র পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা জনগণের মুক্তির একমাত্র পথ। এই প্রেক্ষাপটে **হিযবুত তাহ্‌রীর** / উলাই'য়াহ্ বাংলাদেশ এই অনলাইন সম্মেলনের আয়োজন করে।

সম্মেলনে বক্তাগণ উপস্থাপন করেন: (১) *খিলাফত রাষ্ট্রের সংবিধান কিভাবে জনগণের ন্যায্য অধিকারসমুহ নিশ্চিত করবে*, (২) *খিলাফত রাষ্ট্রের সংবিধান কিভাবে জনগণের উন্নত জীবনমান ও উন্নত অবকাঠামো নিশ্চিত করবে*, এবং (৩) *খিলাফত অতি সন্নিকটে এবং আসন্ন খিলাফত কিভাবে মুসলিম উম্মাহ্'কে ঐক্যবদ্ধ করবে*।

এই অনলাইন সম্মেলনকে কেন্দ্র করে **হিযবুত তাহ্‌রীর**-এর কর্মীরা দুই সপ্তাহের অধিক গণসংযোগ করে। যার ফলে জনগণের মধ্যে খিলাফত রাষ্ট্রের খসড়া সংবিধানের বিষয়ে ব্যাপক সচেতনতা ও প্রাণসঞ্চার তৈরি হয়। জনগণ স্বতঃস্ফূর্তভাবে উক্ত সম্মেলনে অংশগ্রহণ করে।

আমরা সবাইকে ধন্যবাদ জানাই, জাযাক'আল্লাহু খাইর, যারা সম্মেলনটিকে সাফল্যমন্ডিত করার জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন।

পরিশেষে, আমরা আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা'র নিকট দু'আ করি, **হিযবুত তাহ্‌রীর**-এর আমির **শেখ আ'তা আবু আর-রাশতা**-এর নেতৃত্বে খিলাফত পুনঃপ্রতিষ্ঠার আন্দোলন তার কাঙ্খিত লক্ষ্য অর্জন করুক এবং উম্মাহ্'র সমর্থন ও স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণের মাধ্যমে অতিশীঘ্রই খিলাফতে রাশিদাহ্ পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হোক।

হিযবুত তাহ্‌রীর-এর মিডিয়া কার্যালয়, উলাই'য়াহ্ বাংলাদেশ